(৭)

দৈঃ জনকণ্ঠ

তারিখ SEP 28 2006
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

দেশের খবর

উচ্চ শিক্ষায় ভর্তিকে কেন্দ্র করে কোচিং ব্যবসা জমজমাট ॥ চটকদার প্রচারে প্রতারিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা

মোশতাক আহমেদ ▪

উচ্চ শিক্ষায় ভর্তিকে সামনে রেখে দেশের কোচিং ব্যবসা এখন জমজমাট। এই ব্যবসার ফাঁদে পড়ে অনেক শিক্ষার্থী হচ্ছে রীতিমতো প্রতারিত। বিভিন্ন কোচিংয়ের প্রসপেক্টাসে নিজেদের সাফল্যগাথা ও প্রতিশ্রুতির রঙচঙে কথা বলে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন মেয়াদী কোর্সে ভর্তি করে লাখ লাখ টাকা কামিয়ে নিচ্ছে জানা-অজানা শত শত কোচিং সেন্টার। খোদ রাজধানীতেই ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠেছে কোচিং সেন্টার।

একই মেধাবী মুখের ছবি বিভিন্ন কোচিং সেন্টারের প্রসপেক্টাসে ছাপিয়ে নিজেদের দাবি করে শিক্ষার্থীদের মন কাড়ার প্রতিযোগিতা চলছে। প্রত্যেকটি কোচিং সেন্টার মেডিক্যাল, বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতোমধ্যে ভর্তি হওয়া প্রথম সারির শিক্ষার্থীদের নিজেদের বলে দাবি করে প্রসপেক্টাসে তাদের ছবি প্রচার করছে। এসব চটকদার প্রচারের গোলকধাঁধায় পড়ে শিক্ষার্থীরা হচ্ছে প্রতারিত।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক জনকণ্ঠকে বলেন, আমাদের দেশে স্কুল-কলেজের শিক্ষা এমন হয়ে পড়েছে শিক্ষার্থীরা ভাল কিছু শিখতে পারছে না। যে কারণে উচ্চ মাধ্যমিক পাসের পর তারা উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির জন্য যে যেভাবে পারছে চেষ্টা করছে। পৃথিবীর কোথাও এমন কোচিংনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা নেই। তাঁর মতে বোর্ডের পরীক্ষা এবং ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে। এতে করে কোচিং ব্যবসা কমবে। কোচিং বন্ধের জন্য আগে স্কুল-কলেজের পড়াশোনার মান ভাল করতে হবে। কোচিংয়ের কারণে শিক্ষার্থীরা মৌলিক বিষয়গুলো ভুলে যাচ্ছে। তাই প্রশ্নপত্রের মান হতে হবে মৌলিক শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে গত ৭ সেপ্টেম্বর। এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় অবিশ্বাস্য ভাল ফল হওয়ায় উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি পরীক্ষায় তীব্র প্রতিযোগিতা হবে। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, মেডিক্যাল, বিআইটিতে (এখন স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়) তীব্র প্রতিযোগিতা হবে। কারণ এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এইচএসসিতে উত্তীর্ণ মেধাবীদের তুলনায় আসন সংখ্যা অনেক কম।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী বর্তমানে সারা দেশে উচ্চ শিক্ষায় আসন সংখ্যা প্রায় দুই লাখ ষাট থেকে সত্তর হাজারের মতো। কিন্তু এইচএসসি, আলীম ও কারিগরি পরীক্ষা মিলে উত্তীর্ণ হয়েছে তিন লাখ ৩৫ হাজার ৪৫৪ শিক্ষার্থী। এতে স্বাভাবিকভাবেই দেখা যাচ্ছে এবার উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি নিয়ে তীব্র প্রতিযোগিতা হবে। বলতে গেলে ভাল প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য একপ্রকার যুদ্ধ করতে হবে। রেজাল্টের পরই বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির ডাক শুরু হয়ে গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ইতোমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে। ফরম বিতরণ হবে ২ নবেম্বর থেকে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার তারিখও ঠিক হয়ে গেছে। বুয়েটের ভর্তি কার্যক্রমের প্রস্তুতিও চলছে। এ বছরের ভেতরেই ভাল ভাল প্রতিষ্ঠানের ভর্তি কার্যক্রম শষ হবে। সামান্য সময় সামনে রেখে প্রতিযোগিতার এ যুগে এসব জায়গায় ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীরা এখন যুদ্ধের মতো প্রস্তুতি নিচ্ছে। এক্ষেত্রে কোচিং সেন্টারগুলোই যেন তাদের প্রস্তুতির প্রধান ঠিকানা। শিক্ষার্থীদের এই প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠছে কোচিং সেন্টার। রাজধানীর অলিগলিতে এখন কোচিং সেন্টারের সাইনবোর্ড। ফার্মগেট গেলে মনে হবে এখানে কোচিং ছাড়া যেন আর কিছুই নেই!

ভর্তি পরীক্ষা অল্প সময়কে সামনে রেখে কোচিং গুলো এখন নানা কোর্স শুরু করেছে। শর্ট কোর্স, সাজেশন ইত্যাদি মেয়াদের কোর্সে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হচ্ছে হাজার হাজার টাকার বিনিময়ে।

অধিকাংশ কোচিং সেন্টার এক শ' ভাগ ভর্তির নিশ্চয়তায় দিয়ে শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করছে। গেল বার ভর্তি হওয়া প্রথম সারির মেধাবী শিক্ষার্থীদের একই ছবি প্রসপেকটাসে ছাপিয়ে নিজেদের বলে দাবি করছে। শুধু তাই নয় প্রত্যেকটিতেই এসব মেধাবী শিক্ষার্থীদের নিজ হাতের লেখা ছাপিয়ে বলা হচ্ছে "আমি অমুক কোচিং সেন্টারের কারণেই সাফল্য পেয়েছি।" এসব প্রসপেক্টাসের ছবি দেখে প্রশ্ন উঠেছে একই সঙ্গে একজন শিক্ষার্থী কয়টি কোচিং সেন্টারে পড়ে।এসব চটকদার বিজ্ঞাপনের গোলক ধাঁধায় পড়ে শিক্ষার্থীরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে এসব জানা-অজানা কোচিং সেন্টারে। বিশেষ করে রেজাল্টের আগে যারা পাসের চিন্তায় দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিল, ফল প্রকাশের পর তারাও এখন হুমড়ি খেয়ে পড়ছে কোচিং সেন্টারের দিকে। যেন কোচিং করলেই ভর্তি নিশ্চিত! এ সুযোগে কোচিং সেন্টারগুলো ইচ্ছামতো টাকা নির্ধারণ করে শিক্ষার্থী ভর্তি করাচ্ছে। কয়েক বছর আগেও যেখানেও একটি গাইডসহ ভর্তি কোচিং করা যেত মাত্র এক থেকে দেড় হাজার টাকায়, সেখানে এখন এই টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫ থেকে আট হাজারেরও বেশি। ক্ষেত্রবিশেষে আরও বেশি। শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা বলছেন বাসায় ঠিকমতো পড়লে কোচিংয়ের কোন দরকার হয় না।